দৈনিক ইত্তেফাক

02 JUN 2008

ঢাবিতে শিক্ষা ব্যয় বাড়ছে ॥ মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষার্থীরা বিপাকে

॥ সাইদুর রহমান ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ব্যয় ক্রমেই বাড়ছে। গত দেড় বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ব্যয় দ্বিগুণ হয়েছে। অতিরিক্ত শিক্ষা ব্যয় মেটাতে মধ্যবিত্ত পরিবারের অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা বিপাকে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি অধ্যাপক ড. এসএমএ ফায়েজ বলেন, প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ব্যয় বেড়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সেক্টরে আর্থিক সংকট রয়েছে। তারপরও শিক্ষা ব্যয় কমানোর চেষ্টা চলছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গত কয়েক বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যয় স্থিতিবস্থায় থাকলেও গত দেড় বছরে এ ব্যয় আকস্মিকভাবে বৃদ্ধি পায়। একজন শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন ব্যয়, খাবার খরচ, একাডেমিক খরচসহ সার্বিক ব্যয় প্রায় নাগালের বাইরে চলে গেছে। তবে শিক্ষার্থীর ব্যয় বাড়লেও টিউশনি, খণ্ডকালীন চাকরিসহ অন্যান্য উৎসের আয় অপরিবর্তিত রয়েছে। এমনকি নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকের আয়ের কোন পরিবর্তন হয়নি। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক হলগুলোর মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষার্থীরা ২০০৩ সালে প্রতি মাসে (গড় হিসাব) যেখানে ১৬শ' টাকায় চলত সেখানে ২০০৪ সালে তা দাঁড়ায় ১৭শ' টাকায়, ২০০৫ সালে ২ হাজার টাকা, ২০০৬ সালে অপরিবর্তিত, ২০০৭ সালে এক লাফে গড়ায় ২৬শ' টাকায় এবং সর্বশেষ ২০০৮ সালে খরচ ৩ হাজার টাকা ছাড়িয়ে গেছে। খরচের মধ্যে শিক্ষার্থীদের খাবার বাবদ বর্তমানে ১৮শ' টাকা খরচ করতে হচ্ছে। একাডেমিক ও আনুষঙ্গিক খরচ বাকি টাকায় মেটাতে হচ্ছে। অতিরিক্ত ব্যয়ের মধ্যে ২০০৭-২০০৮ সেশনে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি ফি, সেমিস্টার ফি, পরীক্ষা ফি অন্যান্য ফি, বাড়ানোর ফলে শিক্ষার্থীদের কাছে ব্যয় অসহনীয় পর্যায়ে চলে গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৩৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর এ বিদ্যাপীঠে আবাসন সংকটের চরম পর্যায়ে থাকায় শিক্ষার্থীদের বাড়তি সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। অপর্যাপ্ত আবাসনের ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের বড় একটা অংশকে হলের বাইরে থাকতে হয়। এজন্য শিক্ষার্থীদের আবার বাড়তি খরচ করতে হয়। অপরদিকে মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসা শিক্ষার্থীদের একমাত্র আয়ের উৎস টিউশনি ও পার্টটাইম জবের আয় অনেকটা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। ২০০৩ সালে ছাত্ররা যে টাকায় টিউশনি করত এখনো সেই অংকের কোন পরিবর্তন হয়নি। এমনকি শিক্ষা ব্যয় সাথে আয়ের একটা অসামঞ্জস্য চলছে। উল্লেখ্য প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ব্যয় সহনীয় পর্যায়ে ছিল। কিন্তু গত দেড় বছর শিক্ষা ব্যয় জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসার উপক্রম হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ বলেন, দেশে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি বিরাজ করছে। দ্রব্যমূল্যের প্রভাব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর পড়েছে। সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি অনেকটা নমনীয়। ইতিমধ্যে মোটা অংকের বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। সামনে কিছুটা আর্থিক সংকট নিরসন হবে বলে তিনি জানান।